দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রন্থাগারের বিকল্প নাই

দেশের পাবলিক লাইব্রেরিগুলির দশা নিতান্ত করুণ। কোনো কোনোটি রীতিমত ধ্বংসের মুখে। কোনোটি হয়তো তালাবদ্ধ হইয়া আছে বহুদিন ধরিয়া, ভিতরে ইঁদুর ও উইপোকার আবাস গড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রন্থগুলিই হইয়াছে তাহাদের খাদ্য। কোনোটির ভবন জরাজীর্ণ, পড়ো পড়ো পরিস্থিতি। অথচ এই জ্ঞানকেন্দ্রসমূহই ছিল একসময়ের ক্ষুদ্র শহরগুলির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। লাইব্রেরি ভবন, তাহার মাঠ বা বাগান জ্ঞানপিপাসুদের পদচারণায় মুখরিত থাকিত। কেবল সাহিত্যপাঠ নহে, সাহিত্যচর্চারও কেন্দ্রভূমি হিসাবে থাকিত গণগ্রন্থাগারগুলি। সাহিত্যপাঠ, গবেষণা হইতে শুরু করিয়া দৈনন্দিন খবরাখবরের জন্য দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা ও সাময়িকী পাঠ করিতে মানুষ গণগ্রন্থাগারে গমন করিত। স্থানীয় অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের জ্ঞানের উৎস ও তাহা চর্চার পরিসর উপহার দিয়া থাকিত গ্রন্থাগারগুলি।

কিন্তু আজ দিন পাল্টাইয়াছে। মানুষের আগ্রহও পাল্টাইয়াছে। মানুষ প্রস্তুকলব্ধ জ্ঞানের চাইতে এখন তথ্য-প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকিয়াছে, সাহিত্যের চাইতে সংবাদে আগ্রহী হইয়াছে। বিনোদনের এত উৎস জুটিয়াছে যে, সাহিত্যের স্থান সেই তালিকায় নাই বলিলেই চলে। অন্যদিকে তথ্য, গবেষণা ও জ্ঞানের সহজ উৎস হিসাবে ইন্টারনেট হাজির হইয়াছে, ফলে গ্রন্থের চাহিদা কমিতেছে। কিন্তু অনুভবের বিষয় এই যে ইন্টারনেট গ্রন্থের বিকল্প হইতে পারে না। ইন্টারনেট অনেক তথ্য সহজেই হাজির করিতে পারে, কিন্তু গ্রন্থের মতো করিয়া গভীরভাবে সে জ্ঞানকে উপহার দিতে পারে না। হাতে নিয়া গ্রন্থ পড়িবার প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের সহিত পিপাসুর যে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাহা অন্য কোনো উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নহে। ফলে পাবলিক লাইব্রেরির গুরুত্ব আজও রহিয়াছে।

খবর প্রকাশিত হইয়াছে, নানান সংকটে বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ঐতিহ্যবাহী বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি। দেড়শ' বৎসরের পুরাতন গ্রন্থাগারটিতে রহিয়াছে দুর্লভ ও মূল্যবান প্রায় ২৫ হাজার বইয়ের সংগ্রহ। কিন্তু বই রক্ষণাবেক্ষণে নাই যথাযথ ব্যবস্থা। নূতন সংগ্রহের অভাবে পাঠকরা তাহাদের চাহিদামত বই পাইতেছেন না। ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গণগ্রন্থাগারে নিয়মিত আয়োজন করা হইত গ্রন্থমেলা, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তীসহ সাহিত্য প্রতিযোগিতা। খরচের সংকুলান না হওয়ায় ২০০০ সাল হইতে বন্ধ হইয়া যায় রবীন্দ্র, নজরুল জন্মজয়ন্তীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান। বর্তমানে গ্রন্থাগারটিতে একটি মাত্র খবরের কাগজ রাখা হয়। ইহা ছাড়া একসময় সাইকেলে করিয়া বই পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত সদস্যদের বাসায়। ২০০৬ সালে বন্ধ হইয়া যায় নূতন সদস্য নিবন্ধন। ভবনের নীচ হইতে পানি উঠায় বই ও আসবাব সংরক্ষণে সমস্যা হইতেছে। এমন গুমোট পরিবেশের মধ্যেও বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা থাকে। গড়ে দৈনিক মাত্র পাঁচ-সাতজন পাঠক আসেন।

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির এই কাহিনিতে রহিয়াছে কেবলই হারাইয়া যাইবার খবর। আমরা ক্রমশ জ্ঞানবিমুখ জাতিতে পরিণত হইতেছি। অথচ এই লাইব্রেরিগুলি বেহাল দশার মধ্যে পড়িয়াছে সরকারি বরাদ্দ ও পরিকল্পনার অভাব, অবহেলা-অযত্নে। পরিচালনা পরিষদের প্রধান জেলাপ্রশাসক তার হাজার কাজের ভীড়ে গ্রন্থাগারের দিকে নজর দিবার আর সময়-সুযোগ পান না। ক্রমশ জ্ঞানসম্ভার কীটের খাদ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। এই অবস্থা চলিতে দেওয়া উচিত নহে। পাবলিক লাইব্রেরিগুলিকে সংস্কার করিয়া বাঁচাইয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। আন্দোলনের মতো করিয়া বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার চালু অথবা সক্রিয় রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে জ্ঞানচর্চা ছাড়া অর্থনৈতিক ও মানবিক সমৃদ্ধি আসিবে না, অধুনা জঙ্গিবাদও দূর হইবে না।